দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...2.1 JUL 1994...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

34

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী

শিক্ষকরা খাদ্যশস্য বিতরণে জড়িত পাঠদান ব্যাহত

দৌলতখান (ভোলা) সংবাদদাতা ।। 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী' বাস্তবায়নের ফলে ভোলাসহ বিভিন্ন জেলার প্রকল্পাঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাইলেও শিক্ষকদের সরাসরি খাদ্য শস্য বিতরণ প্রক্রিয়ার সহিত সংযুক্তকরণের ফলে বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদান প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। শিক্ষকদের উপর গম বিতরণ ও মওজুদ করার দায়িত্ব থাকায় উহা লইয়াই অধিকতর ব্যস্ত থাকার কারণে এবং শ্রেণীকক্ষে স্থান সঙ্কুলানের অভাবে পাঠদানের পরিবেশ সঙ্কুচিত হওয়ার পাশাপাশি কর্মসূচীটি শিক্ষার পরিবর্তে অনেকটা 'উপস্থিতির জন্য খাদ্য

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষকরা খাদ্যশস্য

(৩য় পৃঃ পর)

কর্মসূচী' হিসাবে পরিগণিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে।

গত ১০ই জুলাই ঢাকাস্থ 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব' বরাবরে প্রেরিত এক পত্রে ভোলার জেলা প্রশাসক সিকান্দর আলী মণ্ডল এই আশংকা ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন, কর্মসূচীটি নাঠ পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করিয়াছে।' তবে শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের পরিবর্তে খাদ্য শস্য বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণে নিজেদের অধিক সময় নিয়োজিত রাখায় পাঠদান বিঘ্নিত হইতেছে। এছাড়া সরবরাহকৃত গম কখনও কখনও গুদামজাত করিয়া উহা পাহারা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি লইতেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কমিটি ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে অভিযোগও উত্থাপিত হইতেছে।

জেলা প্রশাসক পত্রে আরো উল্লেখ করেন, প্রকল্পের বর্তমান খাদ্য শস্য বিতরণ ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন করিয়া ডিলার নিয়োগ করিয়া রেশন দ্রব্য বন্টনের ক্ষেত্রে প্রাপ্য হারে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুরূপ ক্ষেত্রে গম/চাউল পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খাতে প্রদত্ত অর্থ কমিশন খাতে সমন্বয় করা হইলে অধিক অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক হইবে না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/প্রধান শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর হাজিরার ভিত্তিতে খাদ্য শস্য প্রাপ্তির কাগজপত্র প্রস্তুত করিবেন। বর্তমান ব্যবস্থার অনুরূপ পদ্ধতিতে গমের জিও তৈয়ারী করিয়া তাহা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পরিবর্তে নিয়োজিত ডিলারদের অনুকূলে প্রদান করা যাইতে পারে। থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত কোন দিবসে বিদ্যালয়ের বাহিরে খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মকাণ্ড চলিতে পারে।

ইহার ফলে শিক্ষকগণ গম বিতরণের বাড়তি দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন। বিদ্যালয়ের জিম্মায় বিপজ্জনকভাবে গম মওজুদ ও পাহারা দেওয়ার ঝুঁকি থাকিবে না। ফলে বিদ্যালয়ে পাঠদানের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে না। শিক্ষকমণ্ডলীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গম অপচয়ের সামাজিক অপবাদ হইতে রক্ষা করা যাইবে। সবশেষে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন বেকার ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।